RLEP
Rural Livelihoods Evaluation Partnership

সমাজভিত্তিক (প্রাকৃতিক সম্পদ) ব্যবস্থাপনা

প্রধান প্রধান শিক্ষণীয় দিকসমূহ

১. প্রকল্প নকশায়নে স্থানীয় অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে শিথিলতার সাথে সাথে প্রয়োজন স্থানীয় জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সরকার ও দাতা সংস্থাসমূহকে এসব প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সহায়তা দিতে হবে

২. কেবলমাত্র একটি সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা মডেল নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, কারণ সমাজ এবং সম্পদসমূহ বহুমূখী এবং একটি মডেলকে মানদন্ড হিসেবে অনুসরণ করলে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনাটিকে একটি বৃহৎ আঙ্গিকে দেখতে হবে যার ফলাফল এবং নিয়মগুলো স্থান, কাল এবং সামাজিক নীতিসংগত হবে

৩. সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সংগঠন (সিবিও)-কে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে সিবিওকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করা না গেলে প্রকল্পটি হতে অর্জিত সুফলসমূহ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে

৪. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সমাজ তথা দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে কিন্তু মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনাভিত্তিক প্রকল্পগুলোতে সৃষ্ট সিবিওগুলো স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; বিশেষ করে যেখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সংগতি কম এবং ধনীদের লাভবান হওয়ার সম্ভবনা বেশি উদাহরণস্বরূপ যেসব জলমহালের উচ্চ লীজ রয়েছে, সেখানে প্রকল্প সহায়তা এবং নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে

৫. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা একই সাথে সরকার ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের (local champions) সাথে যোগসূত্র গড়ে তুলবে, যাতে করে পরবর্তীতে এনজিও সহায়তা বন্ধ হয়ে গেলেও এদের সহযোগিতা নিয়ে সিবিও উদ্ভূত সমস্যাসমূহের মোকাবেলা করতে পারবে এবং অর্জিত লক্ষ্যসমূহের স্থায়ীত্ব দিতে পারবে

৬. স্থানীয় জনতার পক্ষে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে পরিচালনা করা, বিশেষ করে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যাসমূহের সমাধান করা বেশ কঠিন এর জন্য প্রয়োজন স্থানীয় সরকারের সহযোগিতার সাথে সাথে বাহ্যিক সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা করা

৭. প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সিবিও-এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পের শুরুতেই যত্নবান হতে হবে এনজিওসমূহের গতানুগতিক কার্যাবলী থেকে ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন প্রকল্প হতে বহির্গমনের কৌশল পরিকল্পনার (exit strategy) আওতায় সিবিওসমূহ নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের সাথেও যোগাযোগ রক্ষার জন্য সিবিওদের সহযোগিতা করা প্রয়োজন

৮. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার জন্য এনজিওসমূহের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন; যার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থায়ন, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং বিকল্প অর্থ উপার্জনের রাস্তা তৈরী করা যাবে তারপরও একটি সীমাবদ্ধতা থাকে যথা, প্রকল্প পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে এনজিওসমূহ সাধারণতঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সপক্ষে স্থানীয় বিত্তবানদের মুখোমুখি হতে চায় না

৯. এনজিওসমূহের দক্ষতা এবং অঙ্গীকারাবদ্ধতাই মূলতঃ দরিদ্র জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, বিত্তবানদের সাথে সহ-অবস্থান ও বিভিন্ন সমস্যাবহুল পথ পাড়ি দিতে সহায়তা করে, এমনটি বিধিবদ্ধ ধরে নেওয়া যায় না প্রকল্পের প্রয়োজনে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠার জন্য এনজিওগুলো নতুন কর্মচারী নিয়োগ করে যাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা থাকে না তাছাড়া প্রকল্পে এনজিও সহায়তা নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক হয়ে থাকে

১০. একই ধরনের কার্যাবলীর সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সামাজিক দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও এনজিও সমূহের মাধ্যমে আরও অধিকতর সহযোগিতা এবং যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন একই ভাবে সিবিওগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য সরকারী সংস্থাসমূহের পাশাপাশি এনজিওগুলোর অধিক ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা উচিত

১১. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি নমনীয় প্রক্রিয়া এবং তা সবচেয়ে ভালভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব জলাশয় সংলগ্ন এলাকাতে অথবা নিম্নাঞ্চলে আর এই কাজের জন্য সিবিওসমূহের মধ্যে সহযোগিতা এবং যোগাযোগ স্থাপন করা খুবই জরুরী

১২. দরিদ্র জনতার জন্য জলমহালের ইজারা এবং টেন্ডার পদ্ধতিটি অনুৎসাহব্যঞ্জক প্রক্রিয়াটি সম্পদশালী ব্যক্তিদের জন্য লাভজনক কারণ মূলধনটি এর থেকে তুলে নিতে পারবে এবং অন্য কাউকে শেয়ার না দেওয়ার কারণে অধিকতর লাভবান হতে পারবে

ডিএফআইডি'র রুরাল লাইভলিহুডস প্রোগ্রাম (আরএলপি) এর ৮ টি প্রজেক্ট:

(১) ফিশারীশ ট্রেনিং এ্যান্ড এ্যাক্সটেনশন প্রজেক্ট-২ (এফটিইপি ২) (২) এ্যাগ্রিকালচার সার্ভিসেস্ ইনোভেশন রিফর্ম প্রজেক্ট (এএসআইআরপি) (৩) রিসার্চ এ্যান্ড এক্সটেনশন ইন ফার্ম পাওয়ার ইস্যুস্ (রেফপি) (৪) পোভার্টি ইলিমিনেশন থ্রো রাইস রিসার্চ এ্যাসিস্টেনস (পেটরা) (৫) সাপোর্ট ফর ইউনিভার্সিটি ফিশারীশ এ্যডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ (সুফার) (৬) ফোর্থ ফিশারীশ প্রজেক্ট (এফএফপি) (৭) কেয়ার রুরাল লাইভলিহুডস প্রোগ্রাম (কেয়ার আরএলপি) (৮) কমিউনিটি বেস্ড ফিশারীশ ম্যানেজমেন্ট (সিবিএফএম২)

এই শীটে যে শিক্ষনীয় দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে তার প্রাথমিক উৎস হচ্ছে ডিফিআইডি বাংলাদেশের রুরাল লাইভলিহুড প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত প্রজেক্ট সমূহ এই শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রত্যেকটি যথার্থ প্রমান সাপেক্ষে গড়ে উঠেছে আর এই প্রমাণের ভিত্তি হচ্ছে রুরাল লাইভলিহুড ইভ্যালুয়েশন পার্টনারশীপ (আরএলইপি) পরিচালিত রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্টের ইভ্যালুয়েশন কর্মকান্ড থিম্যাটিক লেসন পেপারের (টিএলপি) পূর্ণাঙ্গ কপিটি পাওয়া যাবে আরএলইপি থেকে

টিএলপি সেই পাঠকের উদ্দেশ্যই প্রকাশ করা হচ্ছে যারা রুরাল লাইভলিহুড সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রোগ্রামের পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত অথবা কোন না কোন ভাবে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করছেন ভবিষ্যতে তাদের আরো সুষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা করবে এমন তথ্য উপস্থাপন করাই টিএলপি'র উদ্দেশ্য

টিএলপি সিরিজ রুরাল লাইভলিহুডের অভিজ্ঞতাগুলোকে বিভিন্ন থীমের আঙ্গিক থেকে দেখার চেষ্টা করছে এই কি-শীটে সমাজভিত্তিক (প্রাকৃতিক সম্পদ) ব্যবস্থাপনা থীমের উপর প্রধান প্রধান শিক্ষণীয় দিকসমূহ ও সামনে এগোনোর কিছু পথ সম্বলিত তথ্য উপস্থাপন করা হল্লে টিএলপি সিরিজে রুরাল লাইভলিহুডের আরো অনেক থীমের উপর তথ্য সম্বলিত শীট পাওয়া যাবে

DFID Department for International Development

এটি ডিএফআইডির অর্থ সহযোগিতায় পরিচালিত একটি প্রকল্পের প্রকাশনা
এতে উলে খিত মতামত বা বক্তব্য ডিএফআইডির নিজস্ব নয়

সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি সর্বজন গৃহীত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা

টপ ডাউন পদ্ধতির ব্যর্থতার পর সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন উদ্যোগ হিসেবে সিবিএম-এর ভিত্তি, যা সম্পদের (জমি, জল ও জলজ প্রাণী) উপর স্থানীয় জনগণের সরাসরি অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সম্পদের ব্যবহারের স্থায়ীত্ব বাড়িয়ে দেবে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সম্পদের আহরণ, দারিদ্র বিমোচন এবং পল ী উন্নয়ন সম্ভব

সমাজ এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে যে, এই প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়ী ব্যবস্থাপনার আইনানুগ অধিকার, স্থানীয় সংস্থা, নিয়মকানুন এবং অর্থায়নের দায়িত্বভার কার উপর থাকবে সমাজের দায়িত্ববান শ্রেণীর ক্ষমতা থাকবে যাতে তারা নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে পারবে

সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মূল মন্ত্র হবে সামাজিক সম্পদের সর্বোচ্চ সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

সামনে এগোনোর পথ

১. প্রকল্পটি সচল রাখার জন্য নতুন সহযোগিতার প্রয়োজন যার মাধ্যমে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সহায়তায় দারিদ্র বিমোচনের জন্য আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে বাস্তবায়ন এবং ফলাফলনির্ভর প্রকল্পে সহযোগিতা দেওয়ার পরিবর্তে নমনীয় প্রক্রিয়াভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (process oriented) যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে সাহায্য করে সেই ধরনের পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত্ব

২. স্থানীয় সিবিওকে শক্তিশালীকরণ এবং এর দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে সর্বোচ্চ দৃষ্টি দিতে হবে কার্যকর সিবিও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে আরও অধিক শক্তিশালী করা এবং সিবিওদের পরামর্শ প্রদান ও পলিসি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করাতে পারদর্শী করা

৩. একই সাথে সরকারের পক্ষ থেকেও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পুনঃর্গঠন প্রয়োজন যার মাধ্যমে সরকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োগকৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো সনাক্তকরণ ও অংশগ্রহণমূলক পদক্ষেপে সিবিওদের ভূমিকা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া

৪. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার স্থায়ীত্বকরণের জন্য সিবিওসমূহকে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগতভাবে নিবন্ধিত হতে হবে এছাড়া সিবিওদের নিজস্ব দক্ষতা এবং অর্থ সম্পদ বাড়ানো প্রয়োজন

৫. অধিকতর জনকল্যাণের নিমিত্তে এনজিওসমূহ সিবিওগুলোর সহায়তা নিয়ে স্থানীয় "সজ্জন" যেমন বিত্তবান, জননেতা এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের সহায়তা নিবে; যারা এই দারিদ্র বিমোচনে অধিকতর সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং সম্পদ কুক্ষিগত না করে সমাজের প্রতিটি স্তরে এর সুফল পৌঁছে দিবে

৬. ছোট ছোট জলাশয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী প্রশাসনে উপজেলা পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দিকে মনোযোগী হওয়া

৭. কর্তৃপক্ষকে ইজারা প্রদানের সময় এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যাতে দরিদ্র জেলেরা মহাজনের/প্রভাবশালীদের খপ্পরে না পড়ে

৮. ইজারা মূল্য পরিমাপ করতে হবে উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে এবং স্থানীয়ভাবে চাষের জমির ইজারা দেওয়ার যে হার তার সংগে সংগতি রেখে এক্ষেত্রে হারটি অবশ্যই তুলনামূলকভাবে সহনীয় হতে হবে এবং দেখতে হবে সরকারী রেভিনিউ বৃদ্ধি করাই যেন এর মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়

৯. ভবিষ্যতে চলমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার উপর অধিকতর জোর দিতে হবে

১০. সেবা প্রদানকারী সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের নতুন সুযোগের সম্ভাবনা রয়েছে যেমন প াবনভূমিতে জল ও জলজ সম্পদের সংগে প াবনভূমির পরিবেশের একটা সম্পর্ক রয়েছে তেমনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদনির্ভর জীবিকার জন্য সরকারের বিভিন্ন সংগঠন ও এনজিওদের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন

১১. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তির জন্য এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার একত্রীকরণ এড়ানোর জন্য দাতা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন

১২. ভবিষ্যতে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য "প্রয়োজনভিত্তিক উন্নয়ন" দাতার ইচ্ছাভিত্তিক উন্নয়নের চেয়ে প্রাধান্য পাওয়া উচিত্ব কিন্তু এটা পরিষ্কার নয় যে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এটা উৎসাহিত করতে পারবে কারণ সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এলাকাভিত্তিক্ব প্রকল্প যারা বাস্তবায়ন করবেন, উৎসাহিত করবেন অথবা প্রকল্পে যারা সাহায্য দেবে তাদের স্থানীয় সমাজের দরিদ্রদের সম্পদ ব্যবহারে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতায়নে বিশ াসী হতে হবে

১৩. অল্প সময়ের মধ্যে অধিক লাভের চিন্তায় সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের উচিত সম্পদের সর্বোচ্চ সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যে সমস্ত ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যের অভাবে বিরোধ দেখা যায়, সেসব ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রয়োজন

১৪. যেকোন প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি প্রয়োজন; তবে এক্ষেত্রে ঝুঁকি হলো বৃহদাকারে এর প্রসার ঘটাতে গেলে flexible পদ্ধতি এড়িয়ে স্থিতিশীল নীল নকসা অনুসরণ করার প্রবণতা দেখা যাবে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সর্বক্ষেত্রে ভাল ফলাফল আনতে পারে এটা আশা করা উচিত নয়

১৫. একই সাথে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সুফলগুলোকে একটি পরিকল্পিত ও সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নথিবদ্ধ করে নীতি নির্ধারকদের কাছে যথোপযুক্তভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যা হয়তো পরবর্তীতে নীতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে

এখানে উলে খিতশিক্ষণীয় দিকগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানা যাবে টিএলপি সিরিজের অন্তভূর্ক্ত সমাজভিত্তিক (প্রাকৃতিক সম্পদ) ব্যবস্থাপনার পুর্ণাঙ্গ ইস্যু ও লেসন পেপার, যেগুলো আরএলপি থেকে পাওয়ার যাবে

Further Reading

Agrawal, A. (2001). Common property institutions and sustainable governance of resources. World Development 29(10), 1649 1672.

RLEP (2003-2004). Output to Purpose Reports of CBFM2, CARE RLP and Aide Memoir of FFP. Dhaka, Bangladesh.

Thompson, P.M., Sultana, P., Islam, M.N., Kabir, M.M., Hossain, M.M. and Kabir, M.S. (1999). An assessment of co management arrangements developed by the Community Based Fisheries Management Project in Bangladesh. Paper presented at the international workshop on fisheries co-management, 23-28 August 1999, Penang, Malaysia.

সিরিজ সম্পাদক: এলান ক্রকস্ কনসেপ্ট ও পরিকল্পনা: এষা হোসেন

RLEP
Rural Livelihoods Evaluation Partnership

House 10 Road 135 Gulshan 1 Dhaka 1212 Bangladesh Telephone: 9861531-32 E-Mail: rlep@betsbd.com

an INTENT production info@intentdesign.net